দৈনিক খবর

তারিখ 19 AUG 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...
037

কলেজে ভর্তি সমস্যা

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা নটরডেম কলেজে একাদশ শ্রেণীতে আসন সংখ্যা ১১৪০, আবেদনপত্র জমা পড়েছে ৬৩০০টি। ভর্তিচ্ছুদের এ সংখ্যা গতবারের চেয়ে অনেক বেশী। গতবার ৪৯৭০টি আবেদনপত্র জমা পড়েছিল।

নটরডেম কলেজের মত অন্যান্য কলেজেও এবার বেশী সংখ্যক আবেদনপত্র জমা পড়েছে। নটরডেম কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য গতকাল লিখিত পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজ, হলিক্রস কলেজে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র জমা নেয়া হচ্ছে।

গত বছরের চেয়ে এ বছর বেশী নম্বর পেয়ে এসএসসি পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বেশী এবং ভর্তির জন্য ন্যূনতম নম্বরও বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইডেন কলেজে এবার ন্যূনতম ভর্তির নম্বর বিজ্ঞান বিভাগে ৬৫০ ঢাকা শহরের ছাত্রীদের জন্য এবং মফস্বলের ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ৭০০, কলা ও বাণিজ্য বিভাগে ৫২৫ ঢাকা শহরের ছাত্রীদের জন্য এবং মফস্বল ছাত্রীদের জন্য ৫৫০ নম্বর চাওয়া হয়েছে। নটরডেম, ঢাকা হলিক্রস কলেজেও এ

৫-এর পাতায় দেখুন

কলেজে ভর্তি সমস্যা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ধরনের নম্বর চেয়ে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র চাওয়া হয়েছে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, উল্লেখিত নম্বরের চেয়েও অনেক বেশী নম্বর পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীরাই আবেদনপত্র বেশী জমা দিয়েছে। এতে করে অপেক্ষাকৃত কম নম্বর পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজে ভর্তি হওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। উল্লেখিত নামী কলেজগুলো ছাড়াও অন্যান্য কলেজেও এবার বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা দ্বিতীয় শ্রেণীরও বেশী চাওয়া হয়েছে। যেমন সিটি কলেজে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণসহ অপেক্ষাকৃত বেশী নম্বর চাওয়া হয়েছে—যা কলেজটির জন্য এই প্রথম। সরকার আগামী ১৯শে অক্টোবরের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। রাজধানীর 'নামী' বলে পরিচিত নয় এমন কলেজগুলোতে ভর্তি প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু যে হারে এবার ছাত্র-ছাত্রীরা এসএসসি পাস করেছে, সে হারে রাজধানীর বিভিন্ন কলেজে ভর্তি সংকুলান করা দুরূহ হয়ে পড়বে বলে কয়েকজন কলেজ শিক্ষকের অভিমত। তাদের মতে, বেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করালে লেখাপড়ার বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। গত বছর ইডেন কলেজে ৫২৫টি আসন থাকলেও এবার ৪২৫টি আসন রাখা হয়েছে। গত বছর এ কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ২শ'টি আসন ছিল। এবার এ আসন সংখ্যা ১শ'তে নামিয়ে আনা হয়েছে। অথচ বিজ্ঞান বিভাগেই বিভিন্ন কলেজে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র বেশী জমা পড়ছে। গত বছর নটরডেম কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে সাড়ে ৩ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়লেও এবার তার চেয়ে দেড় হাজার আবেদনপত্র বেশী জমা পড়েছে।

ঢাকা কলেজ কর্তৃপক্ষ আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য সাদা কাগজে দরখাস্ত আহ্বান করলেও এখন পর্যন্ত তারা স্থির করতে পারেননি এবার একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির আসন সংখ্যা কত হবে। গত বছর এ কলেজে বিভিন্ন বিভাগে ৮৭৫টি আসন ছিল।

প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের সন্তানদের 'ভালো কলেজে' ভর্তি করানোর জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ শুরু করেছেন। ভর্তির ব্যাপারে যাতে অনিয়ম না ঘটে সেজন্য হলিক্রস কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের নির্দিষ্ট ফরমে ইতিমধ্যেই আবেদনপত্র জমা নিয়েছেন। তবে, তারা এ আবেদনপত্র জমা দেয়ার শেষ সময় খুব সংক্ষিপ্ত করায় এবং ভর্তিচ্ছুদের উপস্থিত থেকে ফরম নেয়ার সিস্টেম চালু করায় অনেক বিপত্তি ঘটে। মধ্যরাতেও ফরমের জন্য ভর্তিচ্ছু ছাত্রীদের কলেজের অফিস চত্বরে গিয়ে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে।

রাজধানীর বিভিন্ন কলেজে একাদশ শ্রেণীর ভর্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলেও রাজধানীর বাইরে মফস্বলের কলেজগুলোতে এখনও ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। জানা গেছে, মফস্বলের স্কুলে মার্কশীট এখনও না পৌছানোর ফলে ভর্তির জন্য বিভিন্ন কলেজ এখনও সার্কুলার ঘোষণা করেনি।